মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ নবম | বর্ষঃ প্রথম | সেপ্টেম্বর ২০০৫

রাজধানীতে হেরোইনসহ ৭ জন গ্রেফতার

গত ৭ আগস্ট মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি টিম রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক কেজি হেরোইন, জাল টাকা ও ডাকটিকিটসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে মাদক সম্রাজ্ঞী রাশিদা বেগম (৫৩), তার মেয়ে ইয়াছমিন আক্তার (৩২), ইব্রাহিম খলিল ও আব্দুল্লাহ। ঘটনার দিন দুপুর ১ টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ দল খিলগাঁওয়ের গোড়ান এলাকায় অভিযান চালায়। এতে ২৫০ গ্রাম হেরোইন ও ৩৩ হাজার টাকাসহ উক্ত রাশিদা বেগম ও ইয়াসমিন আক্তার গ্রেফতার হয়। পরে গ্রেফতারকৃতদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তেজগাঁওয়ের তেজকুনিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে টিম ইব্রাহিম খলিল ও আব্দুল্লাহকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে ৭শ' গ্রাম হেরোইন, ৩৭ হাজার টাকা ও ১২ হাজার টাকার ডাকটিকিট, কোর্ট ফি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত টাকা ও ডাকটিকিটগুলি ছিল নকল। গ্রেফতারকৃতরা জানায় তারা যশোর বেনাপোল থেকে হেরোইন এনে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকায় বিক্রি করে আসছিল। এজন্যে তারা অভিনব কৌশল ব্যবহার করতো।

অন্যদিকে গত ১৪ ই আগস্ট ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ দল রাজধানীর আগারগাঁও বিএনপি বাজার এলাকার ৫ নং পশ্চিম আগারগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১২৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে। তারা হেরোইন ব্যবসায়ে জড়িত থাকার অভিযোগে মিনু বেগম ওরফে কানি (৩৫) ও ফারুক আহম্মেদকে (২৮) নামক ২ জনকে গ্রেফতার করে। একই দল মোহম্মদপুর থানাধীন ৩৬৬, পশ্চিম আগারগাঁও তালতলাস্থ মসজিদুল দারুন মমিন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় এবং ২০ গ্রাম হেরোইন বহনকারী পারভীন আক্তার বানু (২৫) কে গ্রেফতার করে। পারভীন আক্তার বানু দীর্ঘদিন যাবৎ রাজধানীর বিভিন্ন স্পটে কেরিয়ার হিসাবে হেরোইন সরবরাহ করে আসছিল।

চট্টগ্রামে ১১০০ গ্রাম হেরোইনসহ ৩ জন গ্রেফতার

গত ২২ আগস্ট মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম চট্টগ্রামের আনোয়ারার মোহসেন আউলিয়ার মাজার সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উক্ত টিম জানতে পারে মাজার সংলগ্ন খাদেম কলোনির কামালের বসতঘরে বিপুল পরিমাণ (ব্রাউন সুগার) হেরোইনসহ অপরাধীরা অবস্থান করছে। উক্ত খবরের সূত্র ধরে টিম তড়িৎ খাদেম কলোনীতে অভিযান চালায় এবং শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আবু নাসেম চৌধুরী বাদল (৪৫) কে ১ কেজি ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করা হয়।

চট্টগ্রামে ১১০০ গ্রাম হেরোইনসহ আটককৃত নাছেম, আরজু বেগম ও কামাল

ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তার দু'সহযোগী আরজু বেগম (২৪) ও মোহাম্মদ কামাল (১৮) কেও গ্রেফতার করা হয়। ধৃত নাসেম আন্তর্জাতিক হেরোইন চোরা কারবারের সাথে জড়িত। সে বেনাপোল সীমান্তের মাধ্যমে দেশে হেরোইন আনা-নেওয়া করে। তার বিরুদ্ধে ২০০২ সালেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়।

আগস্ট/০৫ মাসের আলামত ভিত্তিক মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

আগস্ট/০৫ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। আগস্ট/০৫ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৪৭ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৭৫১ জন। আগস্ট মাসে জুলাই মাসের তুলনায় মামলার সংখ্যা বেড়েছে ২১ টি। আসামীর সংখ্যা বেড়েছে ৫৯ জন। অধিদপ্তরের আগস্ট/০৫ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১১৪	১৪৯	৩.৬১৫ কেজি
আফিম	০	০	০.০০১ কেজি
গাঁজা	১৮২	১৯৭	৬৪.৪৭৫ কেজি
গাঁজা গাছ	৫	৫	৭৮ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৯১	২০৩	২৮৭৬.৫ লিটার
বিদেশী মদ	২০	১৭	২৮৯ বোতল
বিয়ার	০	০	১৬ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১৬	২১	১৩৪.৭৯ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৪	৪	১১২ লিটার
ফেন্সিডিল	৯৩	১২৪	৫৮৬৮ বোতল
ফেন্সিডিল	৬	৯	৯ লিটার
তাড়ী (টোডি)	১	১	৬০ লিটার
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	২	৩	১৩৪ এ্যাম্পুল
জাওয়া(ওয়াশ)	৪	৪	১৬৫২০ লিটার
নিশাদল	০	০	১১ কেজি
ক্রাউন বেভারেজ	২	৫	১১০৪০ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	২	২	১২ এ্যাম্পুল
ইয়াবা ট্যাবলেট	৩	৫	১১৮টি
নগদ অর্থ	০	০	১১৬৯৫৭ টাকা
প্রাইভেট কার	০	০	২টি
সিএনজি	০	০	২টি
মোবাইল সেট	০	০	৬ টি
জাল টাকা	১	২	১১৯০০ টাকা
পাসপোর্ট	০	০	১টি
মোট	৬৪৭	৭৫১	

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

আগস্ট/০৫ মাসে ৫ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৬৫৭ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃর্বিভাগে ১৭২ জন চিকিৎসা সেবা এবং বহিঃর্বিভাগে ৪৮৫ জন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। পাশের ছকে আগস্ট মাসে সরকারীভাবে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো ।

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ র্বিভাগ	বহিঃ র্বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৫৯	২৪৪	৩০৩	১২৮	১৭৫
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০	১৪	১৪	১	১৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১৪	১৪০	১৫৪	৮৯	৬৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৯৯	৮৬	১৮৫	৩৫	১৫০
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০	১	১	১	০

আইন-আদালত

আগস্ট/০৫ মাসে মোট ৩৪৭ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৬১ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৮৪ টি এবং অন্যান্যভাবে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৭২ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৯৫ জন। আগস্ট/০৫ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৭৮৯৫ টি ।

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	খালাসপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	আগস্ট/০৫ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	২৯	৩৫	১৩	১৭	৪৩৫২
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৫	৫	৬	১০	২৬০২
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	১	১	৬	৮	১৮৬২
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২	২	৫	৭	৪৩১
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	০	০	৫	৫	৪৩৬
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	২	২	২	২	৩৯৫
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০	০	০
৮	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	২৬	৩১	১৫	১৬	২১৭৬
৯	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	০	০	২	২	৬৬৯
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	০	০	২	২	৩৬৮
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	০	০	৫	৫	১৪০৪
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	২	১	১	১	৫১৩
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	১২০
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৫
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৬৪
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০	০	২৮৫
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৬০	৬০	৭৮	৮০	১৮৭২
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	২	৩	৮	১০	৬৭৫
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৫	৫	৩	৩	৮৬৭
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৩	৩	৫	১	৬৫০
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	২	০	০	০	৭৭
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	২	২	৫	৫	২৩৭
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০	০	১	১	৬২
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬	৬	৮	৮	২৭১৩
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৫	৬	১	১	১২৫৭
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২	৩	৩	৩	১০০০
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	২	২	৪	৫	১৩৮৩
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৫	৫	২	২	১১৯২
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	১	১	২২৮
	সর্বমোটঃ	১৬১	১৭২	১৮৪	১৯৫	২৭৮৯৫

আধদপ্তরের ডপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলাভাক্তক আগস্ট/০৫ এর মামলার পারসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮৮	১০২
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪২	৬১
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩০	৩০
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	২০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৯	৯
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১১	১৫
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৭	৪৪
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৮	১৩
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪৮	৫৬
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	১৭
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৬	২৮
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৭	৬
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৩	২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	২	০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	৪	৩
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩২	৩৬
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	২৫	৩৬
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১২	১৩
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	৫
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	৩
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৭৩	১০২
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২৩	২৮
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৯	১৯
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৯	৪৩
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১৭	১৯
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১৪
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৭	৮
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১১	১৭
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	২
	সর্বমোটঃ	৬৪৭	৭৫১

রাজধানীতে ইয়াবা ও ফেন্সিডিলসহ ৬ জন গ্রেফতার

গত ১৫ আগস্ট মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও উত্তরা থেকে যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট ইয়াবাসহ আমির হোসেন (৪১), হানিফ (৪৫), নুরুল ইসলাম (৪২) ও সৈয়দ সাইদুর রহমান ওরফে তুহিনকে গ্রেফতার করে। ঘটনার দিন দুপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা মোহাম্মদপুর থানাধীন আগারগাঁও মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি মার্কেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৩ টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আমির হোসেন (৪১) কে গ্রেফতার করে। একই টিম উত্তরা থানাধীন প্লট-৬৭২, চালাবন এ অভিযান চালিয়ে আরো ৫০ টি ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ১৩ হাজার টাকা, ১টি প্রাইভেট কার ও ২ বোতল ফেনসিডিলসহ হানিফ, নুরুল ইসলাম ও সাইদুর রহমানকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল গত ১৩ আগস্ট রাজধানীর নারিন্দা ও গোপীবাগ সুইপার কলোনিতে অভিযান চালিয়ে ৩ হাজার ৭শ' বোতল ফেনসিডিলসহ বিল্লাল ও তপনকে গ্রেফতার করে।

৩৭০০ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতারকৃত তপন

নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাসহ তৃণমূল পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। উপ-অঞ্চলসমূহের আগস্ট/০৫ মাসের প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী তুলে ধরা হলো।

১.	শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী -	১৭ টি।
২.	মাইকিং-	২৪ টি।
৩.	সিডি প্রদর্শন-	৬ টি।
৪.	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-	৪৬ টি।
৫.	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	৪ টি।
৬.	পোস্টার বিতরণ	৬৩০ টি।
৭.	স্টিকার বিতরণ	৮০০ টি।
৮.	লিফলেট বিতরণ	১৫১০ টি।
৯.	স্যুভেনিয়ার বিতরণ	৪৬৪ টি।

সম্পাদকের কথা

বর্তমানে বাংলাদেশে যেসমস্ত সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান তার মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। যেকোন মূল্যে সমাজকে এই সমস্যা থেকে মুক্ত করতে হবে। আর যেন কেউ নতুন করে মাদকাসক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সাথে সাথে যারা মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে তাদেরকে সুচিকিৎসার মাধ্যমে পুনর্বাসন করতে হবে। মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় শহরে ৩ টি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে। এই সমস্ত নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারীভাবেও অনেক মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে। সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কাজ পরিচালনার জন্য সরকার বেসরকারী পর্যায়ে মাদকসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৫ প্রণয়ন করেছে। এই বিধিমালার আওতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী পূরণ স্বাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক বেসরকারীভাবে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হবে। সরকার কর্তৃক প্রণীত এই বিধিমালা মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসা প্রদানে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ☎ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।